দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 16 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

ছাত্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসা

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন করে তোলা এবং তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা একটি অপরিহার্য কর্তব্য। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা জাতির ভবিষ্যৎ বিধায় তাদেরকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে তোলাও অন্যতম জাতীয় দায়িত্ব। কিন্তু, স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও এ ব্যাপারে জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। তবে, আশার কথা এই যে, বর্তমান সরকার বিষয়টিকে গুরুত্বসহ বিবেচনা করছেন এবং এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন। স্বাস্থ্য অধিদফতর সূত্রের বরাত দিয়ে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, আগামী দু'হাজার সালের মধ্যে দেশের সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে। এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে ১শ' ৩ কোটি টাকা ব্যয় হবে। বিশ্ব ব্যাংক ও সরকার এ অর্থ যোগান দেবে বলে জানা গেছে। এ লক্ষ্যে দেশের জেলা শহরগুলোর ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম পর্যায়ে এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে এবং পর্যায়ক্রমে ইউনিয়ন পর্যন্ত তা সম্প্রসারণ করা হবে। আগামী দু'হাজার সালের মধ্যে এ কর্মসূচী পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে এটা হবে যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

এ সংক্রান্ত তথ্যাদি থেকে আরো জানা যায় যে, '৯৩-৯৪ অর্থ বছরে ৩০ কোটি টাকার একটি বাজেট ইতোমধ্যেই না-কি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। এখানে স্মর্তব্য যে, বিগত '৫০-এর দশক থেকে বিদ্যালয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কর্মসূচীর আওতায় সাবেক ১৯টি জেলায় ২৫টি স্কুলে হেলথ ক্লিনিক চালু আছে। নতুন ব্যবস্থায় অবশিষ্ট জেলাগুলোতে এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রাথমিক কাজ শুরু হবে বলে জানা গেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে সরকার প্রতিটি জেলা শহরে দু'জন স্কুল মেডিক্যাল অফিসার, একজন ফার্মাসিস্ট, একজন পাবলিক হেলথ নার্স ও একজন হেলথ ইন্সপেক্টর নিয়োগ করবে। তারা স্বাস্থ্য সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করে তুলবে। এ কাজে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও সম্পৃক্ত করা হবে। এছাড়া, থানা পর্যায়েও স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসারের পদ সৃষ্টি করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এখানে আরো উল্লেখযোগ্য যে, '৫০-এর দশক থেকে যে উদ্দেশে বিদ্যালয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল তা পুরোপুরি বাস্তবায়নে সমস্যা দেখা দেয়। এমনকি, বিগত '৫১ সাল থেকে '৭১ সাল পর্যন্ত যে সব প্রতিষ্ঠানে উক্ত কার্যক্রম চালু ছিল তা-ও ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় সরকারের নয়া ব্যবস্থা সে সব সমস্যা মুক্ত হবে কি-না তা এই মুহূর্তে বলা যায় না। তবে, তাৎক্ষণিকভাবে ভাববার বিষয় হচ্ছে, দেশে বর্তমানে ৬৪ হাজার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার প্রয়োজনীয় ডাক্তার নেই। এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায়ে ডাক্তার সংকট দেখা দিতে পারে। তাছাড়া, দেশে প্রয়োজনীয় ওষুধের অভাব অত্যন্ত প্রকট। এ অবস্থায় ডাক্তার ও ওষুধ সংকট নিরসন করা দরকার। প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে ছাত্র-ছাত্রীরা স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হবে এবং সুষ্ঠু চিকিৎসা পাবে। এ লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে হয়তো বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে ধৈর্য ও আন্তরিকতার মাধ্যমে সাফল্যের পথে উত্তরণ ঘটাতে হবে।